প্রথম আলো

20 FEB 2013
তারিখ 20 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

মাসুম আলী ●

দেরিতে হলেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়েছে। ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও শুরু হয়েছে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ইতিমধ্যে ভাষা জাদুঘর চালু হয়েছে। সাধারণ দর্শক বিনা মূল্যে এই জাদুঘরে প্রবেশ করতে পারছেন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী *প্রথম আলোকে* জানান, ভাষা জাদুঘরে উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাসহ আমাদের দেশের সচল ভাষা, বিলুপ্ত ভাষার প্রমাণাদিসহ ভাষাসম্পর্কিত অনেক তথ্য রয়েছে জাদুঘরে। ভাষা আন্দোলনের বহু দুর্লভ আলোকচিত্র, ভাষাশহীদের আলোকচিত্র, এশিয়া মহাদেশের ভাষিক নানা নিদর্শন, 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৪টি দেশের ভাষা-পরিচিতি' শীর্ষক প্রদর্শনীর সব আয়োজন এ জাদুঘরে রয়েছে।

> আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ইতিমধ্যে ভাষা জাদুঘর চালু হয়েছে। সাধারণ দর্শক বিনা মূল্যে এই জাদুঘরে প্রবেশ করতে পারছেন

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ওই ঘোষণার পর সরকার দেশে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ২০০০ সালের মাঝামাঝি ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকার 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প' সরকার অনুমোদন করে। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কী কাজ হবে ইনস্টিটিউটে: প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক বলেন, ভাষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। কয়েকটি দেশ ও সংস্থা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন ভাষার উপাদান ডেটাবেইসে সংরক্ষণ করে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে বিলুপ্ত বা প্রায়বিলুপ্ত ভাষাগুলোকে দৃশ্যমান করছে সংস্থা। বিশ্বমানের একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এখানে। তাতে ভাষার ওপর লিখিত যাবতীয় বই, ব্যাকরণ থাকবে। অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ দোভাষী তৈরি করা, ভাষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা দেওয়া, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার ওপর গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে এই ইনস্টিটিউটের অন্যতম কাজ। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করারও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে এ ধরনের ইনস্টিটিউটের বড় বেশি প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কিন্তু সমাজজীবনে এ ভাষার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। অন্যদিকে ভুল ইংরেজি বলা হচ্ছে, শেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভাষার শিক্ষক তৈরি ও দোভাষী সৃষ্টিতে এই ইনস্টিটিউটের একটা বড় ভূমিকা থাকতে হবে।

চার দিনের অনুষ্ঠানমালা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ ইনস্টিটিউটে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে চার দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে এবার পৃথিবীর প্রায় ৬০টি দেশের ভাষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আয়োজন করা হবে ভাষা মেলা। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই ওয়েবসাইট উদ্বোধন করবেন।